ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখের রেকর্ড, বিশ্বব্যাপী 'জওয়ান' এর আয় ৮৮৩ কোটি

পৃঃ ৫

মেসি-নেইমারবিহীন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৬৪ ● কলকাতা ● ০৭ আশ্বিন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দুর্গাপুজোর আগে বাংলাদেশে ফের

প্রতিমা ভাঙচুর, পুলিশে অভিযোগ দায়ের

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : সরকারের কড়া অবস্থানের মাঝেও সাম্প্রদায়িক হানাহানির অভিযোগ। দুর্গাপুজো এবং ভোটমুখী বাংলাদেশে ফের অঘটন। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয় বলেই অভিযোগ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা।তাম্বুলখানা মন্দির পরিদর্শন করেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফরিদপুর জেলা নেতারা। এদিকে, হবিগঞ্জের মাধবপুর ছাতিয়াইন দক্ষিণ রামশ্বর গ্রামে পুজোমণ্ডপে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদশ জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোট। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে সংগঠনটি।অভিযোগ, ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরের টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। আটিয়া ইউনিয়নের হিংগানগর কামান্না সরকারপাড়া মন্দিরে শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। মন্দির কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য পরিমল দে বলেন, 'দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমাদের মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছিল। শনিবার দেখতে পাই মন্দিরের ভিতরে থাকা গণেশ, সরস্বতী, অসুর-সহ কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।' কে বা কারা একাজ করল, তা জানা যায়নি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

এসএসকেএমে স্বাস্থ্যপরীক্ষা

করাতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১২ দিনের সফরে বিদেশ থেকে ফিরেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী এসএসকেএম হাসপাতালে যান। উডবার্ন ব্লকের সামনে থামে তাঁর গাড়ি। সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্তারা।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টার থেকে নামতে গিয়ে পায়ে চোট লাগে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এসএসকেএমেই প্রাথমিক চিকিতসা হয়। তখন চিকিতসকদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীকে অপারেশনের পরামর্শ দেন। তিনি কাজের ব্যস্ততায় অস্ত্রোপচার করাতে রাজি হননি। তবে কি এবার অস্ত্রোপচার নিয়ে আলোচনা হয়েছে? রবিবার অবশ্য এসএসকেএম সূত্রে এসব কিছু জানা যায়নি। ১২ দিনের টানা বিদেশ সফরের পর আপাতত তাঁকে চিকিতসকরা বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।সেখানেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান মুখ্যমন্ত্রী। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পায়ের সমস্যা রয়েছে। তা নিয়েই এদিন দেখাতে এসেছিলেন হাসপাতালে।

স্পেন, দুবাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফর সেরে মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কলকাতায় ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সফর নিয়ে দারুণ খুশি তিনি, তা বিমানবন্দরে নেমেই জানান। এরপর রবিবার বিকেলে আচমকাই এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব। উডবার্ন ওয়ার্ডের সাড়ে ১২ নং কেবিনে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তবে ঠিক কী সমস্যা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর, তা জানা যায়নি।

ফের কলকাতা থেকে

উদ্ধার প্রচুর জাল নোট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের কলকাতা থেকে উদ্ধার প্রচুর জাল নোট। ইডেন গার্ডেন্সের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি জাল নোট-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তার কাছ থেকে প্রচুর জাল নোট উদ্ধার হয়েছে।কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, নেপাল থেকে সেই উত্তরবঙ্গেই চোরাপথে পাচার হচ্ছে জাল নোট। কিন্তু জাল নোট শিলিগুড়ি হয়ে মালদহের দিকে না গিয়ে চলে যাচ্ছে কোচবিহারের দিকে। ওই জেলার বেশ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চল বেছে নিয়েছে পাচারকারীরা। জাল নোট সীমান্ত পেরিয়ে এজেন্ট মারফত পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের জেলাগুলি থেকে সেগুলি রংপুর হয়ে পৌঁছচ্ছে চাপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে। ওই দুই জেলা থেকে চোরাপথে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে পাচার হচ্ছে জাল নোট।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে ইডেন গার্ডেন্সের কাছে গোষ্ঠ পাল সরণীতে হানা দেয় ময়দান থানার পুলিশ।সেখান থেকে মজিবুর রহমান ওরফে মোজাহারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তিনি মালদার বাসিন্দা। মোজাহারের কাছে ৫০০ টাকার জাল নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয়। ৩০০টি জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। যার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কী উদ্দেশ্যে তিনি জাল নোট নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তা এখনও অজানা। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে।

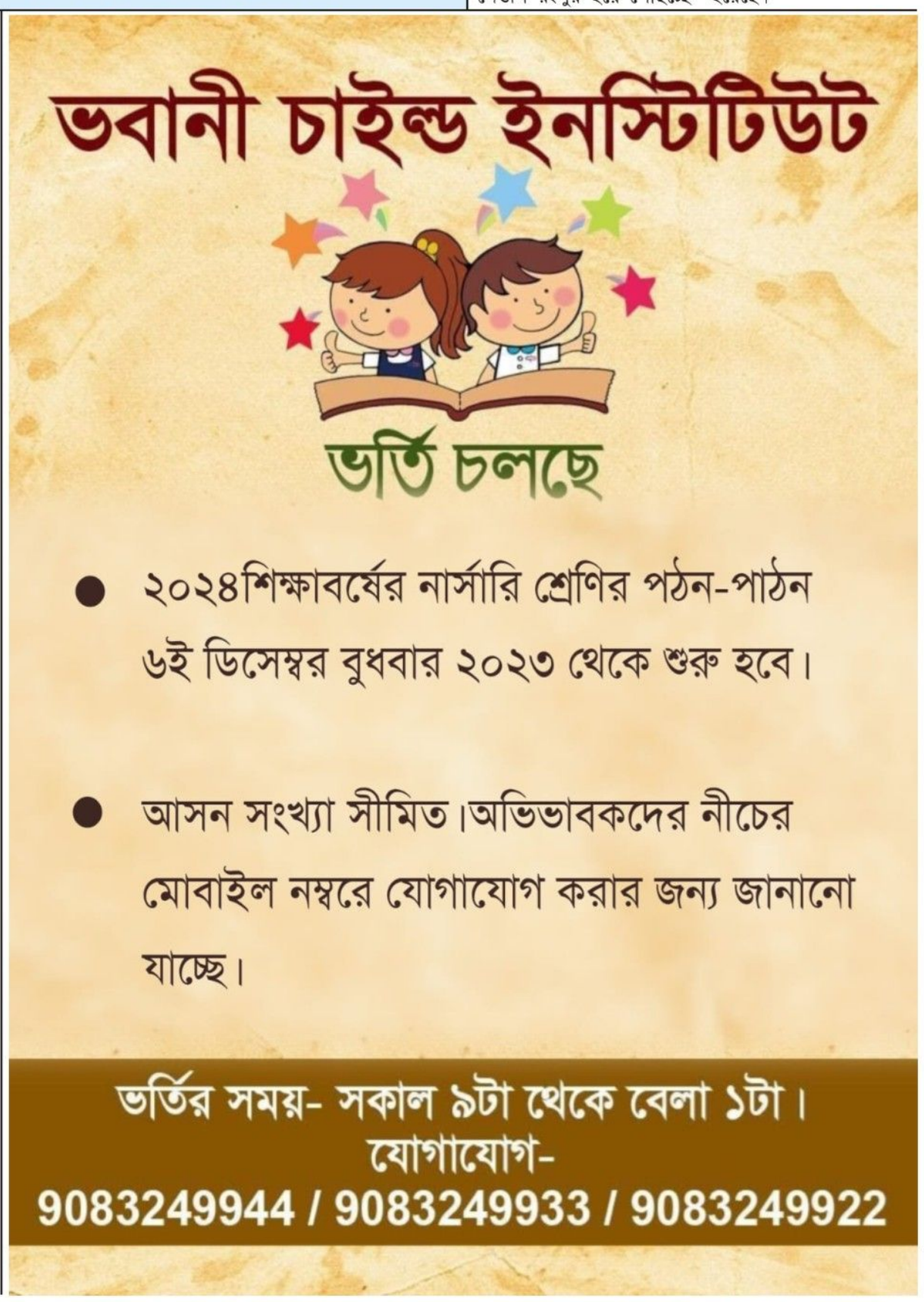

প্রধানমন্ত্রী ৯টি বন্দে ভারত

এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেছেন

নতুন দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর , ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেছেন। দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে এই নতুন বন্দে ভারত ট্রেনগুলি বাস্তবায়িত করবে। রেলযাত্রীরা এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবাও পাবেন। উদ্বোধন হওয়া নতুন ট্রেনগুলি হল: ১) পাটনা - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২) রাঁচি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৩) উদয়পুর - জয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৪) তিরুনেলভেলি - মাদুরাই - চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৫) হায়দ্রাবাদ - বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৬) বিজয়ওয়াড়া - চেন্নাই (ভায়া রেনিগুন্টা) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৭) কাসারগড় - তিরুবনন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৮) রাউরকেলা - ভুবনেশ্বর - পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৯) জামনগর - আমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

৯টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী একে দেশের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। "দেশে বর্তমানে যে গতিতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে তা আসলে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর চাহিদা পূরণ করছে"। তিনি বলেন, আজ যে ট্রেনগুলি যাত্রা শুরু করলো সেগুলি আরও আধুনিক এবং আরামপ্রদ। এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি নতুন ভারতের নতুন আকাঙ্খার প্রতীক। বন্দে ভারত সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যেই ১ কোটি ১১ লক্ষ যাত্রী এই ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলাচল করছে। আজ আরও ৯টি ট্রেন এই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হল। "সেদিন আর দূরে নেই যখন দেশের প্রতিটি প্রান্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে যুক্ত হবে"। এখন যে কোন রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে কম সময়ে যাওয়া যায়। অনেকে এই ট্রেনে গিয়ে তার কাজ শেষ করে সেদিনই ফিরে আসছেন। বন্দে ভারতের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রগুলি যুক্ত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশজুড়ে আশা এবং আস্থার এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে প্রতিটি মানুষ দেশের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে। তিনি তাঁর ভাষণে চন্দ্রযান-৩ এবং আদিত্য এল ওয়ান-এর ঐতিহাসিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের গণতন্ত্র, জনসংখ্যা এবং বৈচিত্রের শক্তি জি-২০-র সাফল্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, নারী শক্তি বন্দন আইন একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এর ফলে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে গতি আসবে। বর্তমানে অনেক রেলস্টেশন মহিলারাই পরিচালনা করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য একযোগে কাজ করছে। পিএম গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে দেশজুড়ে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। পণ্য পরিবহন এবং রপ্তানী র খরচ কমাতে নতুন পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বহুস্তরীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন যাতায়াতের মাধ্যমকে যুক্ত করা হয়েছে। এরফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হবে। সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রায় রেলের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অতীতে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি ছিল অবহেলিত। বর্তমান সরকার ভারতীয় রেলের সংস্কার ঘটাচ্ছে। ২০১৪ সালের রেল বাজেটে বরাদ্দ অর্থের তুলনায় এবছরের রেল বাজেটে তার পরিমাণ ছিল আটগুণ বেশি। বর্তমানে বিভিন্ন রুটে দ্বিতীয় রেললাইন বসানো এবং বৈদ্যুতিকীকরণ কাজ চলছে। এছাড়াও নতুন নতুন রেলপথ নির্মিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, উন্নত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে রেলস্টেশনগুলির আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরী। এই প্রথম দেশজুড়ে রেলস্টেশনগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। রেলযাত্রীদের সুবিধার্থে রেকর্ড সংখ্যক ফুটওভার ব্রিজ এবং লিফট এবং চলমান সিঁড়ি বসানো হচ্ছে। মাত্র দিন কয়েক আগে দেশজুড়ে ৫০০টি প্রধান প্রধান রেলস্টেশনের পুনরুন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। অমৃতকালে নতুন যে স্টেশনগুলি গড়ে তোলা হচ্ছে সেগুলিকে অমৃত ভারত স্টেশন বলে অভিহিত করা হবে। "এই স্টেশনগুলি আগামীদিনে নতুন ভারতের পরিচয় বহন করবে"। রেল বর্তমানে বিভিন্ন স্টেশনে 'স্থাপনা দিবস' উদযাপন শুরু করায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। কোয়েম্বাটোর, ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস এবং মুম্বাই স্টেশনের স্থাপনা দিবস উদযাপনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোয়েম্বাটোর রেলস্টেশনের ১৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। "এখন রেলস্টেশনের জন্মদিন উদযাপনের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষকে এরসঙ্গে যুক্ত করা হবে"। শ্রী মোদী বলেন, দেশ এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের মাধ্যমে বিভিন্ন সংকল্পের বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছে। "২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রতিটি রাজ্যের এবং রাজ্যগুলির জনসাধারণের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী"। যে রাজ্য থেকে রেলমন্ত্রী হলেন শুধুমাত্র সেই রাজ্যের রেলের উন্নয়নের জন্য ভাবনা-চিন্তা করার প্রবণতা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অতীতে এই জিনিসটিই ঘটতো। কোন একটি রাজ্য পিছিয়ে পড়বে এটা এখন আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। "আমাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে"। কঠোর পরিশ্রমী রেলকর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাত্রীদের রেল সফরকে স্মরণীয় করে তুলতে তাঁদের উদ্যোগী হতে হবে। "যাত্রীসাধারণের রেল সফর সহজ এবং সুন্দর করে তুলতে প্রতিটি রেলকর্মী সর্বদা সতর্ক রয়েছেন"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রেলের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি এখন দেশের প্রতিটি নাগরিকের নজরে এসেছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পয়লা অক্টোবর সকাল ১০টায় তিনি সকলকে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। দোসরা অক্টোবর থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন - ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সকলকে খাদি এবং দেশের তৈরি পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সময়কালে স্থানীয় পণ্য ব্যবহারে সকলকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। শ্রী মোদী তাঁর ভাষণের শেষে বলেন, "ভারতীয় রেল এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তা উন্নত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলে আমি আশাবাদী"। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপট -

এই ৯টি ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা এবং গুজরাট অর্থাৎ ১১টি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসগুলি সংশ্লিষ্ট রুটের যাত্রাপথে অন্য ট্রেনের থেকে দ্রুতগতিতে চলাচল করবে এবং যাত্রীদের সময় বাঁচাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাউরকেলা - ভুবনেশ্বর - পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং কাসারগড় - তিরুবনন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ওই রুটে চলাচলকারী দ্রুতগামী ট্রেনের চাইতেও তিন ঘন্টা আগে পৌঁছাবে। হায়দ্রাবাদ - বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আড়াই ঘন্টা ও তিরুনেলভেলি - মাদুরাই - চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২ ঘন্টা আগে পৌঁছাবে। রাঁচি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনা - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং জামনগর - আমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ১ ঘন্টা আগে ও উদয়পুর - জয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৩০ মিনিট আগে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছোবে। প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। রাউরকেলা - ভুবনেশ্বর - পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পুরী এবং তিরুনেলভেলি - মাদুরাই - চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মাদুরাই স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবে। বিজয়ওয়াড়া - চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেনিগুন্টা দিয়ে চলাচল করবে। এই ট্রেন তিরুপতিগামী তীর্থযাত্রীদের জন্য সহায়ক হবে। নতুন এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি উন্নতমানের রেল পরিষেবা নিশ্চিত করবে। এই ট্রেনগুলিতে কবচ প্রযুক্তি সহ অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। সাধারণ মানুষ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী এবং পর্যটকদের অত্যাধুনিক, দ্রুত এবং আরামপ্রদ রেল সফর এই ট্রেনগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত হবে।

রাজ্যে ইস্পাত কারখানা গড়বেন সৌরভ,

মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় ইস্পাত কারখানা গড়বেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে ইস্পাত কারখানা গড়ছেন তিনি। স্পেনে গিয়ে ওই ঘোষণা করেন সৌরভ। এনিয়ে কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণকালে দিলীপবাবু বলেন, সৌরভ গাঙ্গুলি তো এখানেই থাকেন।শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে নিশানা করে দিলীপবাবু বলেন, উনি জানেন শিক্ষামন্ত্রীর ভবিষ্যত কি এবং শেষে কোথায় যেতে হয়। উনি যেন সেই পথে না যান। উনি যেমন অপ্রেন্টিস নয়, রাজ্যপালও তা নন। ওনার মতো অনেক মন্ত্রীকে চরিয়ে রাজ্যপাল এখানে এসেছেন।উনি অনেক রাজ্যের মুখ্যসচিব ছিলেন। কেন্দ্রের বড় বড় দায়িত্ব সামলেছেন।তাকে যেভাবে ওরা আন্ডার এস্টিমেট করেছিল, এখন তার ফল ভুগতে হচ্ছে। পিছনের দরজা দিয়ে, আইন না মেনে কাজ করতে চাইলে গন্ডগোল তো হবেই।

যাদবপুরে সিসিটিভি বসানো নিয়েও মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি নেতা বলেন, অবশেষে যাদবপুরে সিসিটিভি বসছে। এই সরকার নতুন কিছু করতে চায় না। রিস্ক নেয় না। মনে আছে কলেজে ভর্তির অনলাইন ফর্ম নিয়ে একই জিনিষ হয়েছিল। এত টালবাহানার পর সেই তো সিসিটিভি লাগানো হল। একটা প্রাণ চলে গেল।উনি তো স্পেনে থাকেন না। উনি এখানে বিনিয়োগ করবেন, এটা বলতে এত বছর লাগল কেন? তাহলে কি ভরসা পাচ্ছিলেন না? এখানে শিল্প গড়বেন সেটা স্পেনে গিয়ে ঘোষণা করতে হচ্ছে কেন? এখানে হলে তো আরও ভালো প্রচার পাওয়া যেত। আপনারা মিডিয়ায় দেখাতেন। বিশ্বাস নেই। হিম্মত নেই। এরকম রাজ্যের বাণিজ সম্মেলনকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, বেঙ্গল বিজনেস সামিটে সেই এক মুখ প্রতি বছর। শুরু হোক। যাওয়ার আগে কিছু একটা অন্ততঃ ভালো করে যান। উপহার আবার কি? পুজোর আগে এটা কি শাড়ি জামা উপহার? লুলু গোষ্ঠী নতুন নয়। আগেও ছিল। এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই। নেতাদের অত্যাচারে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে কে এসে পয়সা নষ্ট করবে? রাজ্যপালকে শিক্ষামন্ত্রীর সাদা হাতি বলা নিয়ে দিলীপ বলেন, ওঁর পূর্বপুরুষরাও এরকম অনেক কথা বলে এসেছেন। অপকর্মতে বাধা দিলে এরা কোনো রাজ্যপালকেই ছাড়ে না। চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেয়। সিপিএম একই কাজ করত। সেই পার্টিকে মানুষ তুলে দিল। এদের জন্যও সেই একই জিনিষ অপেক্ষা করছে।

টানা চার দিনের বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মালদা

মালদা: নিউজ সারাদিন : হরিশ্চন্দ্রপুরে টানা চার দিনের বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এলাকা।গৃহহীন হয়ে পড়েছে ১০ টি মুসহর সম্প্রদায়ের দিনমজুর পরিবার।এই বৃষ্টিতে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ওই গৃহহীন পরিবারগুলি।এমনকি পরিবার গুলিতে দেখা দিয়েছে চরম খাদ্য সংকট।শুকনো ভাত ও খিচুড়ি খেয়ে কোনোরকমে দিনগুজরান করছে পরিবারগুলি।সরকারি সাহায্যের আশায় তীর্থের কাকের মত চেয়ে রয়েছেন পরিবারের সকলে। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমসাডাঙ্গি গ্রামে এই চিত্র ধরা পড়েছে।জানা গিয়েছে,গত বৃহস্পতিবার থেকে নিম্নচাপের ফলে সারা উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুরেও শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি।গত কালকের বৃষ্টির জেরে ধুমসাডাঙ্গি গ্রামের ১০ টি মুসহর সম্প্রদায়ের পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে।বাড়ির উঠানে প্রায় হাটু সমান জল জমে রয়েছে।এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে জল।সপরিবারে বাচ্চা-বৃদ্ধ নিয়ে বড় সমস্যায় পড়েছেন পরিবারগুলি।সাপও পোকামাকড় বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। অপরদিকে কাঁচা বাড়িগুলোতে ধরেছে ফাটল। জরাজীর্ণ ঘরের চাল ভেদে মেঝেতে জল জমে রয়েছে। নলকূপ পর্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে গেছে। অভিযোগ,জল নিকাশি না থাকার কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে এলাকা।জমা জল দিন দিন বেড়ে চলেছে।রাস্তা থেকে মানুষের বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে জল। বাচ্চা ও বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছে বাড়িতে,তাদের পক্ষে আরও বিপজ্জনক।এই নোংরা জমা জলের কারনে নানা রোগ দেখা দিতে পারে।মূলত বর্ষা শুরুতেই এমন ঘটনা। গোটা বর্ষা সামনে তাতেই আতঙ্কে রয়েছে তারা।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নজরে ৩৪

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একেই গতবছর থেকে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে তোলপাড়। ওদিকে নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে রাজ্যে পুর নিয়োগ দুর্নীতির হদিস পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এককথায় যাকে বলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। আদালতের নির্দেশে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নামে সিবিআই।সিবিআই এর নজরে যে ১৪টি পুরসভা রয়েছে সেই তালিকায় কামারহাটির পাশাপাশি রয়েছে হালিশহর পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, বরাহনগর, পানিহাটি। ওদিকে বেশ কিছুদিন আগে এই অয়ন শীলের সূত্রেই উঠে এসেছিল তার বান্ধবী শ্বেতা চক্রবর্তীর নাম।আর এই মামলায় সম্প্রতি কামারহাটি পুরসভার কাছে নথি চেয়ে পাঠিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা।

এই কামারহাটি পুরসভার সঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে এই পুরসভার কাছে যে কেবল নথি চাওয়া হয়েছে তেমনটাই নয়। সূত্রের খবর পুরসভার ৩৪ জন কর্মীকেও তলব করেছে সিবিআই। যদিও এই প্রথমবার নয়, পুর দুর্নীতির তদন্তে নেমে এর আগেও ১৮ জন পুরসভার কর্মীদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। এবার ফের একবার পড়ল ডাক। ফের একবার তদন্তকারীদের মুখোমুখি হবেন পুর কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রোমোটার অয়ন শীলের সূত্র ধরেই সর্বপ্রথম পুর নিয়োগ দুর্নীতির খোঁজ মেলে। সিবিআই এর অভিযোগ, এই অয়ন শীলের একটি সংস্থার মাধ্যমে ১৪টি পুরসভায় মোটা টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই চাকরি বিক্রি চক্রে একাধিক সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রী, বিধায়কেরা জড়িত রয়েছেন বলেও দাবি সিবিআই এর।

সেইসময় তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলেন গোয়েন্দারা। ঘটনাচক্রে এই শ্বেতাও কামারহাটি পুরসভার কর্মী। যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তারপরই পুরসভায় শ্বেতার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন মদন মিত্র। সেই নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। সেই প্রসঙ্গ মিটে গেলেও এবার ফের একবার শিরোনামে উঠে এল

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

দুর্গাপুজোর আগে বাংলাদেশে ফের প্রতিমা ভাঙচুর, পুলিশে অভিযোগ দায়ের

দেখছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। সংগঠনের সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ও নির্মল রোজারিও এবং সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত জানান, 'প্রতি বছর দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির সময় প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার কোনো বিচার কিংবা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফরিদপুরের ওই একই মন্দিরে ২০২১ সালেও একই ঘটনা ঘটে। দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির সময় প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। সে সময় দিদার নামে এক দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ। কিন্তু ওই দিদারকে মানসিক ভারসাম্যহীন হিসাবে দাবি করা হয়। ১৫ দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সময় যদি ওই দুষ্কৃতীকে যথাযথ শাস্তি দিলে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত না।'

বিভাজন নয়, ঐক্যই শক্তি, সবাইকে নিয়ে চলার শিক্ষা দিয়েছে সংবিধান!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিভাজন নয়, ঐক্যই শক্তি। সবাইকে নিয়ে চলাই সংবিধানের শিক্ষা। বিচারহীন ক্ষমতা প্রদর্শন স্বৈরাচারের নামান্তর! প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসেই বার্তা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের। নীরব শ্রোতা হয়ে রইলেন নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রচূড় অবশ্য এতেই থামেননি। বলেই গিয়েছেন, 'সরকার একা নিছক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনও সুবিচার করতে পারবে না।আলোচনা ও পারস্পরিক মতপ্রদানই কিন্তু একমাত্র পথ সুবিচারের। ক্ষমতা ছাড়া বিচারব্যবস্থা অর্থহীন। আবার বিচারহীন ক্ষমতা প্রদর্শনের নাম স্বৈরতন্ত্র!' বর্তমানে পশ্চিমি সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে নস্যাত করার চেষ্টাতেও মরিয়া মোদি সরকার এবং বিজেপি। তারও উল্টো সুর ধরা পড়েছে প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে। সাফ জানিয়েছেন, 'বিদেশি সংবিধান থেকে শিক্ষা গ্রহণ, বিদেশি অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে নিজেদের সংবিধানকে আরও শক্তিশালী করার ঐতিহ্য আমাদের। অতি সাম্প্রতিক অনেক আইনও আছে, যেগুলি আমরা আমেরিকা, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়ার থেকে শিখে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড তার অন্যতম।'দরকার হল সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করতে হয়। সংবিধানপ্রণেতারা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা শিখিয়েছেন যে, কীভাবে ভিন্ন মত থাকলেও পক্ষপাতকে দূর করে অর্জন করতে হয় নিরপেক্ষতা।'দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বার কাউন্সিলের এক আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণে এভাবেই সংবিধানের জয়গান গাইলেন দেশের প্রধান বিচারপতি। শুধু মোদি নন, সেই সময় মঞ্চে হাজির কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়ালও। চন্দ্রচূড়ের এই বক্তব্যের পর তাঁরা অবশ্য বিরোধী মতকে মান্যতা দেওয়ার প্রসঙ্গ টানতে ভরসা পাননি। বরং প্রধানমন্ত্রী সওয়াল করেছেন, 'ভারতের এখন প্রয়োজন একটি শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা।' শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টের রায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের জন্য প্রধান বিচারপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখও হন মোদি।একে বিচারপতি নিয়োগের কালেজিয়াম ব্যবস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে মোদি সরকার। এমনকী নিজেদের মর্জিমাফিক এজেন্ডা বাস্তবায়িত করতে দফায় দফায় তারা অগ্রাহ্য করেছে শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকা। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এরকম একের পর এক ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট যে ক্ষুব্ধ তার ছায়া পাওয়া যায় এদিন চন্দ্রচূড়ের মন্তব্যে। তিনি বলেন, 'সংবিধান অবশ্যই আইনসভা, প্রশাসন ও বিচারবিভাগের পৃথক পৃথক অধিকার দিয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, পরস্পরের থেকে অনেক কিছু শেখার অবকাশ আছে।

রাষ্ট্রসংঘে পাত্তাই পেলেন না পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাত্তাই পেলেন না পাকিস্তানের কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার-উল-হক কাকার । কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বলার পরই ভারতের পাল্টা জবাব পায় পাকিস্তান ।ভারত সরাসরি জাতিসংঘের ওই অধিবেশনে বলে, পাকিস্তানের উচিত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর খালি করা এবং সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা। এদিকে পাকিস্তানের সর্বকালের বন্ধু তুরস্কের প্রেসিডেন্টও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেননি। আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তার বৈঠকের কারণে এই বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আইএমএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আইএমএফ-এর কাছে দুর্দশাগ্রস্ত পাকিস্তানের কাছে আর্থিক প্যাকেজের জন্য আবেদন জানিয়েছে বলে খবর। এদিকে পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে।আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত পাকিস্তানের সংখ্যালঘু এবং নারীদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টিও উত্থাপন করে। আর এই নিয়ে কোনও দেশের তরফ থেকেই সমর্থন পাননি পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘের বৈঠকে যোগদানের আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু আদতে একটি বৈঠকও করতে পারেননি পাকিস্তানের কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী।

আর এরপরেই জানা যায়, আনোয়ার-উল-হক কাকার কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে পাত্তা না পেয়ে প্যারিসে পরিবারের সঙ্গে পিকনিক করে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছেন।

পাকিস্তানি সংবাদপত্র ডনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাকারকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি সৌদি আরবে যাবেন কিনা, সেখান থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। সরকারি সূত্রের খবর, নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে তিনি পরিবারের সঙ্গে প্যারিসে নামেন এবং আইফেল টাওয়ার দেখেন। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি এক তুর্কি রেস্টুরেন্টে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ডিনারও করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ কানাডার,

বিস্ফোরক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৈশ্বিক গোয়েন্দা সংস্থা থেকে বেশ কিছু খবর এসেছিল কানাডার কাছে। সেই সূত্রের উপর ভিত্তি করেই ভারতের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো । চাঞ্চল্যকর এই দাবি করলেন কানাডায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড কোহেন। প্রসঙ্গত, কানাডার সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, একটি পশ্চিমি দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে ভারতীয় আধিকারিকদের কথোপকথনের উপর আড়ি পেতেছিল কানাডা। দুই দেশের মধ্যে পাঠানো সংকেতের উপরেও নজরদারি করা হয়। এমনকি কানাডায় নিযুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে ভারতে থাকা কূটনীতিকদের আলোচনার দিকেও নজর রেখেছিল কানাডার গোয়েন্দা বিভাগ। প্রায় একমাসেরও বেশি সময় ধরে চলছিল এই নজরদারি প্রক্রিয়া। গোটা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছিল এই ফাইভ আইজ।

কয়েকদিন আগেই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল, আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি দেশের গোয়েন্দাদের এই চক্রের সাহায্যেই খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের তদন্ত চালাচ্ছে কানাডা। সেই খবরেই সিলমোহর দিলেন মার্কিন কূটনীতিবিদ।

কী এই ফাইভ আইজ? ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলিজেন্সের এই গোষ্ঠীর সদস্য পাঁচ দেশ। কানাডা ছাড়াও রয়েছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। গোটা বিশ্বে ঘটে চলা নানা রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও চরবৃত্তির উপর এই দেশগুলো একসঙ্গে নজর রাখে। পঞ্চ চক্র হিসাবেও পরিচিত এই গোষ্ঠী। কয়েকদিন আগেই কানাডার একটি সংবাদ মাধ্যম জানায়, হরদীপ সিং খুনের তদন্তে কানাডাকে সাহায্য করেছিল আরও চারটি দেশ, অর্থাত এই ফাইভ আইজ।

সংবাদমাধ্যমের এই দাবিতেই সিলমোহর দিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। একটি সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, ফাইভ আইজের তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। তবে ওয়াশিংটন পোস্টের একটি খবর একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন কোহেন। ওই খবরে বলা হয়েছিল, কানাডা চায় আমেরিকা ও অন্যান্য বন্ধু দেশগুলো যেন প্রকাশ্যে ভারতের নিন্দা করে। কিন্তু এই খবরটি উড়িয়ে দিয়েছেন কানাডায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

খালিস্তানি কার্যকলাপ নিয়ে আমেরিকায় সতর্কবার্তা জারি এফ বি আই -র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশ টানাপোড়েন বাড়ছে ভারত ও কানাডার মধ্যে। একদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনছেন। অন্যদিকে, ভারতের তরফে এই সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে। খালিস্তানি জঙ্গি নিজ্জরের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কেও তথ্যপ্রমাণও পেশ করা হয়েছে। বাকি যে দুইজন শিখ-আমেরিকানকে সতর্ক করা হয়েছে, তাঁরা নিজেদের নাম প্রকাশ না করলেও জানিয়েছেন যে এফবিআই এজেন্টরা তাদেরও সতর্ক করেছেন।এইসবের মাঝেই এবার আমেরিকায় সতর্কবার্তা জারি করা হল। জানা গিয়েছে, আমেরিকায় খালিস্তান সমর্থনকারীদের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের সতর্ক করেছে।

গত ১৮ জুনই কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে-তে গুরুদ্বারের বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় দুই আততায়ী গুলি করে খুন করে খালিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধান হরদীপ সিং নিজ্জরকে। এই খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার মৃত্যু ঘিরেই বিতর্ক-তরজা শুরু হয়েছে ভারত-কানাডার মধ্যে। এরইমাঝে আমেরিকান শিখ কউকাস কমিটির কো-অর্ডিনেটর প্রীতপাল সিং জানান, তাঁর কাছে এফবিআইয়ের কাছ থেকে ফোন এসেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী আরও দুই শিখ আমেরিকানের সঙ্গেও ফোন ও সশরীরে এসে দেখা করেন এফবিআই আধিকারিকরা।তিনি বলেন, "গত জুন মাসে দুই এফবিআই আধিকারিক আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তাঁরা জানান, আমার প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। কোথা থেকে বিপদ রয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু জানানো না হলেও, আমাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।"

ধস আবাসনে, ১৪০ কোটি মানুষ দিয়েও

ভরানো যাবে না চিনের সব খালি ফ্ল্যাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিনের আবাসন খাতের সংকট যে কতটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা এখানকার খালি অ্যাপার্টমেন্টগুলি দেখেই স্পষ্ট। চিনে এখন যত খালি অ্যাপার্টমেন্ট আছে, দেশটির পুরো ১৪০ কোটি মানুষ দিয়েও সেগুলো ভরানো সম্ভব নয়। এমনটাই বলা হচ্ছে চিনের আবাসন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের তরফে।সম্প্রতি চিনের দক্ষিণাঞ্চলের শহর ডনগানের এক অনুষ্ঠানে হে কেং বলেছেন, এই হিসাব একটু বেশিই বলতে হয়, তবে সম্ভবত চিনের ১৪০ কোটি মানুষ দিয়েও এসব বাড়ি ভরানো যাবে না।

এদিকে চিনের সরকারি ভাষ্য হলো, অর্থনীতি 'ঘুরে দাঁড়াচ্ছে'। প্রতিদিনই দেশটির সরকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে হে কেং যেসব কথা বললেন, তা চীনের অর্থনীতি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাষ্যের সঙ্গে মেলে না।

সম্প্রতি চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, প্রতিনিয়তই এমন বাগাড়ম্বর শোনা যায় যে চিনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, কিন্তু বাস্তবে চীনের অর্থনীতি নয়, ওই সব বাগাড়ম্বরই ভেঙে পড়ছে। চিনের অর্থনীতির বড় অংশ নির্ভর করে এই আবাসন ব্যবসা থেকে। দেশটির জিডিপির ৩০ শতাংশ আসে এই আবাসন খাত থেকে। কিন্তু দেশটির আবাসন খাতে ঋণ বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে যখন সরকার ঋণের রাশ টেনে ধরে, তখন আবাসন খাতের মহিরুহ প্রতিষ্ঠান এভারগ্রান্ড বিপদে পড়ে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, নতুন ঋণ না পাওয়ায় খেলাপি হয়ে পড়ে তারা। এর পর থেকে সংকট কেবল বাড়ছেই।

এ ছাড়া চীনের আরও কিছু বড় আবাসন প্রতিষ্ঠানও বিপদে পড়েছে। যেমন কান্ট্রি গার্ডেন হোল্ডিং-এদের আর্থিক অবস্থা এতটাই নড়বড়ে হয়েছে যে যেকোনো সময় খেলাপি হয়ে যেতে পারে।চিনের ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্যানুসারে, আগস্টের শেষ নাগাদ চীনের আবাসন খাতে অবিক্রীত যত অ্যাপার্টমেন্ট পড়ে আছে, সেগুলোর মোট মেঝের আয়তন ছিল ৬৪ কোটি ৮০ লাখ বর্গমিটার বা ৭০০ কোটি বর্গফুট। রয়টার্সের হিসাব অনুসারে, এটি ৭২ লাখ ফ্ল্যাটের সমপরিমাণ, যদি একটি ফ্ল্যাটের গড় আকার ৯০ বর্গমিটার হিসাব করা হয়।

এ ছাড়া আরও অনেক প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেলেও নগদ অর্থের ঘাটতির কারণে মাঝপথে বন্ধ হয়ে আছে। এসব ফ্ল্যাট এই হিসাবের মধ্যে আসেনি। এ ছাড়া বাজারের কারসাজিকারী ব্যক্তিরাও অনেক ফ্ল্যাট কিনেছেন, যেগুলো এখনো খালি পড়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব, খালি পড়ে থাকা আবাসনের একটি বড় অংশই এ ধরনের ফ্ল্যাট।চিনের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাবেক উপপ্রধান হে কেং রয়টার্সকে বলেছেন, চীনে এখন কত বাড়ি খালি পড়ে আছে? একেক বিশেষজ্ঞ একেক হিসাব দেন। তবে একদম চূড়ান্ত হিসাব হলো, চীনে এখন যত বাড়ি খালি পড়ে আছে, সেখানে ৩০০ কোটি মানুষ থাকতে পারবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সোমবার ০৭ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ রুখতে মায়ানমার সীমান্তে ভিসামুক্ত চলাচল বন্ধ হোক, কেন্দ্রকে আর্জি বীরেনের

মণিপুরে অনুপ্রবেশ রুখতে মায়ানমার সীমান্ত টপকে এ পারে আসা এবং ও পারে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধের আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংহ। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে বিষয়টি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'লুক ইস্ট' বা 'পুবে তাকাও' নীতির অঙ্গ হিসাবে ২০১৮ সালে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসে ভারত এবং পড়শি মায়ানমার।প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দু'শো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।বলা হয়, দু'দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সীমান্তের দু'ধারে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই বন্দোবস্ত বন্ধের আর্জি জানিয়েছে বিজেপি শাসিত মণিপুর সরকার।

প্রায় সাড়ে চার মাস ধরে গোষ্ঠীহিংসায় উত্তপ্ত রয়েছে মণিপুর। এখনও সেখানে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা যায়নি। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে হিংসার নেপথ্যে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ঢোকা অনুপ্রবেশকারীদের হাত রয়েছে, এমনটা আগেও জানিয়েছে মণিপুর সরকার। এই অনুপ্রবেশকারীদের মদতেই রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চল এবং কুকি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে মাদক চাষের রমরমা, এমন মতও রয়েছে মণিপুরে। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই গোষ্ঠীর অভিযোগ, গোষ্ঠীসম্পর্ক থাকার কারণে কুকি জঙ্গিদের একাংশ মায়ানমারে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের সীমান্ত বন্ধের এই আর্জিকে তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সে রাজ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কাঁটাতার দিয়ে মায়ানমার সীমান্তকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। মণিপুর ছাড়াও নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশের মোট ১,৬৪৩ কিলোমিটার এলাকায় মায়নমারের সঙ্গে স্থলসীমানা রয়েছে ভারতের।

গ্র্যান্ড হোটেলের সামনের ফুটপাত হকারদের দখলে?

কীভাবে সাফ করা যায়, পুরসভাকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিউ মার্কেট চত্বরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যান্ড হোটেল । কলকাতার নাম করা হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই হোটেলের সামনের ফুটপাত হকারদের দখলে! শুধু তাই নয়, এই ফুটপাতেই বেআইনিভাবে বিদ্যুত সংযোগ করে চলছে কেনাবেচা। যা নিয়ে শহরের মানুষদের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।শুনানি শেষে বিচারপতি পুরসভাকে নির্দেশ দেন, কীভাবে ওই ফুটপাত খালি করা যায় তা আদালতে জানাতে হবে। পাশাপাশি সিইএসসিকে তথ্য পেশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতি বলেন, আদালতের অনুমতি ছাড়া সেখানে নতুন করে কোন হকারকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। ৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। পুরসভা ও সিইএসসিকে তারমধ্যেই হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে আদালতে। এমন ঐতিহ্যবাহী হোটেলের সামনে ফুটপাতের চিত্র কেন এমন হবে, সেই প্রশ্ন রয়েছে। সেই ফুটপাত কীভাবে 'হকার মুক্ত' করা যায়, তা কলকাতা পুরসভার কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট ।

হোটেলের সামনে ফুটপাত দখল করে হকারদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেল কর্তৃপক্ষ। তাদের অভিযোগ, হোটেলের সামনের ঝুল বারান্দার নীচে হকারদের রাজত্ব চলছে। সেখানে রীতিমতো পাকাপাকি কাঠামো বানিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। রাস্তার লাইটপোস্ট থেকে বিদ্যুত সংযোগ টেনে নিয়েছেন হকাররা। ফলে বাগড়ি মার্কেটের মত যে কোনও দিন এখানে আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে পুরসভা জানায়, কোথা থেকে হকাররা বিদ্যুত সংযোগ নিয়েছে তা জানে না। নিউমার্কেট থানা আদালতে জানায়, হোটেলের প্রবেশ ও বাহির পথ ফাঁকা রাখার চেষ্টা করে তারা।

তারপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানতে চান, 'কে হকারদের ওখানে ব্যবসা করার অনুমতি দিল? তাঁদের বেআইনি বিদ্যুত সংযোগ সম্পর্কে সিইএসসি কিছুই কি জানে না?'

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

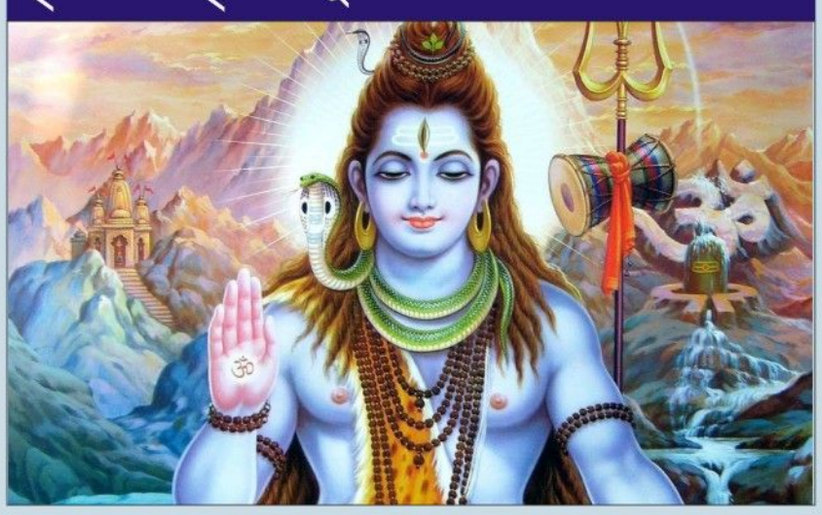

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

সাধ্যমতো যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও যথেষ্ট ছিলো না। বৈদিক জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড থেকে উত্থিত বিরোধ ও শঙ্কার উত্তর তাঁরা দিতে না পারলে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অসারতাই প্রমাণ হয়ে যায়। বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রধানতম প্রচেষ্টাই হলো উপনিষদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বেও দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমর্থন। স্বভাবতই, উপনিষদের অনুগামী পরবর্তী দার্শনিকেরা উপনিষদ-প্রতিপাদ্য মূল দার্শনিক তত্ত্বকে সনাক্ত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং এই তত্ত্বের সুসংবদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন। ফলে তাঁদের স্বধর্মকে রক্ষা করার তাগিদে উপনিষদগুলির মধ্যে নিহিত চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ করার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মবাদী সূত্রগ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' নিয়ে। এই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত দর্শনের সূত্রগ্রন্থ এবং তা বেদান্তসূত্র নামেও পরিচিত।

বেদান্তের এই ক্রমবিকাশে ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্ত-সূত্রের সংকলক বাদরায়ণই যে শুধু উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাকে সংবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়। এই ব্রহ্মসূত্রেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তখন বেদান্তের আরও বহু শাখা এবং সেই সব মতবাদের বহু অনুগামীও ছিলেন। ঔডুলোমি, কাশকৃৎস্ন, বাদরি, জৈমিনি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্মরথ্য প্রমুখ আরও বহু নামের উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রেই পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে বাদরায়ণের সূত্র সংকলনকেই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। কেননা ব্রহ্মসূত্রকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মবাদী মতবাদ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার কথা অচিন্ত্যনীয়ই বলা যায়।

বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র

মহর্ষি বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' ব্রহ্মবাদ বা বেদান্ত-দর্শনের সূত্রগ্রন্থ বলে এটিকে 'বেদান্তসূত্র' নামেও অভিহিত করা হয়। এতে জগৎ ও ব্রহ্মকে দেহ এবং দেহধারী অর্থাৎ শারীরকের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে বলে এটিকে 'শারীরকসূত্র'ও বলা হয়। এছাড়া 'বাদরায়ণসূত্র', 'শারীরক-মীমাংসা', 'উত্তরমীমাংসা', 'ব্রহ্মমীমাংসা' প্রভৃতি নামেও তা পরিচিত।

ব্রহ্মসূত্রের সুত্রকার বাদরায়ণের সময়কাল সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পৌরাণিক পরম্পরা মতে মহর্ষি বাদরায়ণ ও মহাভারতের গ্রন্থকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয় এবং এও মনে করা হয় যে তিনি পাঁচ হাজার বছরেরও পূর্বের অর্থাৎ মহাভারতের যুগের ব্যক্তি। তাছাড়া হিমালয়ের অন্তর্গত বদরি নামক স্থানে বেদব্যাসের আশ্রম ছিলো বলেও তাঁকে বাদরায়ণ বলা হতো। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে ব্যাসকে মহাভারতের এবং বাদরায়ণকে ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বা গ্রন্থকার বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁর মতে এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন। আবার শঙ্করের অনুগামী বাচস্পতি, আনন্দগিরি এবং আরও অনেকে ব্যাস এবং বাদরায়ণকে একই ব্যক্তি বলেই মনে করেন। অন্যদিকে রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাসদেবেরই রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে এই দুই ব্যক্তি যে এক নয় তা স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকারের সূত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায় বলে রাহুল সাংকৃত্যায়ন উল্লেখ করেন। কেননা এই ব্রহ্মসূত্রে শুধু বৌদ্ধদর্শনেরই নয়, বুদ্ধের মৃত্যুর ছয়-সাত শতাব্দি পরবর্তীকালের বৌদ্ধদার্শনিক সম্প্রদায় যেমন বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক মতসমূহের খণ্ডন রয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে-

'প্লেটোর দর্শনে প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধগণ তাঁদের বিজ্ঞানবাদের বিকাশ নাগার্জুনের আগেই করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে পরিপূর্ণতা এনেছিলেন পেশাওয়ারের পাঠান ভ্রাতৃদ্বয় অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু (৩৫০ খ্রীস্টাব্দ)। যদিও সূত্রে যেভাবে বিজ্ঞানবাদের (যোগাচারের) খণ্ডন করা হয়েছে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ হয় যে, বেদান্তসূত্র হয়ত সত্যিই অসঙ্গের পরবর্তী যুগে রচিত হয়নি, তথাপি আরও সুনিশ্চিত প্রমাণের অভাবে আমরা এইটুকুই বলতে পারি যে, বাদরায়ণ, কণাদ, নাগার্জুন; যোগসূত্রকার পতঞ্জলির পরবর্তী এবং জৈমিনির সমসাময়িক ছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে ৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার দর্শন-সমালোচক বৌদ্ধদার্শনিকগণের গ্রন্থে এমন কথা জানা যায় না যে, তাঁদের যুগে বেদান্তসূত্র বা মীমাংসাসূত্র ছিল।'-(দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-১৭৩)।

ব্রহ্মসূত্রে চারটি অধ্যায়- সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার চারটি করে পাদ রয়েছে, যার মোট সূত্রসংখ্যা পাঁচশ পঞ্চান্নটি (৫৫৫)। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যসমূহে প্রকাশিত অর্থের সমন্বয়সাধন করে এক অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ প্রতিপাদন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধী মত খণ্ডনপূর্বক ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার মধ্যে যে কোনো বিরোধ নেই এবং তারা যে এক অবিরোধী সত্তাকেই নির্দেশ করে, তা প্রতিপাদন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় (উপাসনা, সাধন ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ বাক্যও নয়। এক একটি সূত্রে দুটি বা তিনটি শব্দ আছে। স্বাভাবিকভাবেই সূত্রগুলি অতি দুর্বোধ্য। শব্দগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থক ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকার্থক। তাই শুধুমাত্র এই সূত্রগ্রন্থটি পাঠ করে প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা একান্তই কঠিন। সুতরাং কালক্রমে সূত্রকে ব্যাখ্যা করবার জন্য রচিত হয়েছে নানা ভাষ্যগ্রন্থ। বেদান্তমত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রচিত ভাষ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো শঙ্করাচার্যের 'শারীরকভাষ্য'। শঙ্করাচার্য ছাড়াও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনায় শঙ্করের পরবর্তীকালে যাদব প্রকাশ, ভাস্কর, বিজ্ঞানভিক্ষু, রামানুজ, নীলকণ্ঠ, শ্রীপতি, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ এবং বলদেব প্রমুখ অনেকেই আবির্ভূত হন। সূত্রের ভাষ্যকাররা সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানান ভাষ্যগ্রন্থে নিজ নিজ বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে এতাটাই বৈচির্ত্যের স্বাধীনতা পেয়েছিলেন যে, এই ব্যাখ্যার ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দর্শনে নানান উপসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তাঁদের সকলেই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, তাঁদেরই মতবাদ বাদরায়ণ তাঁর সূত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। এই উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আচার্য শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ', রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', মধ্বের 'দ্বৈতবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেদান্তের অন্যান্য উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে নিম্বার্কের 'ভেদাভেদবাদ', বল্লভাচার্যের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', ভাস্করের 'ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ', শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ', বলদেব বিদ্যাভূষণের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' উল্লেখযোগ্য। যেহেতু বাদরায়ণ তাঁর নিজস্ব কোন মত প্রকাশের ব্যাপারে বহুক্ষেত্রেই নিরব, এমনকি কোন মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও নিরব, কেবল বিভিন্ন বেদান্তবাদীর মত মাত্র উপস্থাপন করেই আলোচনা শেষ করেছেন, তাই বাদরায়ণ তাঁর সূত্রে যে-সকল প্রাচীন বৈদান্তিক মতবাদসমূহের উল্লেখ করেছেন, সূত্রভাষ্যকারদের উপসম্প্রদায়ভিত্তিক মতবাদগুলিও বাদরায়ণোক্ত কোন না কোন শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য, সূত্রকার বাদরায়ণ যেখানে যেখানে বেদান্ত-বহির্ভূত মতবাদকে আক্রমণ করেছেন, সে-সকল ক্ষেত্রে সূত্রভাষ্যকাররাও অল্প বিস্তর একই মত প্রকাশ করেন। এছাড়া, ব্রহ্মই এ বিশ্বের কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হতেই জীবের পরম কাম্য মোক্ষ লাভ হয়; একমাত্র শাস্ত্রের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে জানা সম্ভব, শুধু তর্কের দ্বারা নয়- এ সকল বিষয়ে সকল ভাষ্যকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কার্যকারণ সম্বন্ধ, জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক, এবং মুক্ত অবস্থায় আত্মার স্বরূপ কী ইত্যাদি বিষয়ে ভাষ্যকারদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, শাশ্বত, শুদ্ধ-চৈতন্য স্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র বা অদ্বিতীয় সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানবশে আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তাকে সত্য বলে মনে করি, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হলে বোঝা যাবে চিৎস্বরূপ আমি একমাত্র সত্য। তারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর কল্পনা অজ্ঞানের পরিণাম। এই অজ্ঞানের নামান্তর মায়া; তাই অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ বলেও উল্লেখ করা হয়। শঙ্করের মতে ঈশ্বর হলেন মায়া সৃষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মের জীবাত্মার বুদ্ধিগ্রাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জগৎ হলো নির্গুণ ব্রহ্মেরই মায়াসৃষ্ট বিবর্ত- যার কোন বাস্তব সত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে জীব হলো সর্বব্যাপী এবং ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। যদিও অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হয়ে সে নিজেকে অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করে। নির্গুণ ব্রহ্মকে যাঁরা জানেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই তাঁকে লাভ করেন, তাঁদেরও দেবযানের মাধ্যমে যেতে হয় না। যাঁরা সগুণ ব্রহ্মকে জানেন তাঁদেরই দেবযানের মাধ্যমে ব্রহ্মলোকে যেতে হয়। ব্রহ্মলোক হতে তাঁদের আর প্রত্যাবর্তন করতে হয় না- কল্পান্তে তাঁরা ব্রহ্মেই লীন হন। জ্ঞানই হলো মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

অন্যদিকে, রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতানুসারেও যদিও ব্রহ্মই চূড়ান্ত সত্য, তবুও ব্রহ্মকে নির্গুণ আখ্যা দেয়া ভুল, বরং তাঁকে অনন্ত কল্যাণ-গুণসম্পন্ন সাকার ঈশ্বর মনে করতে হবে। তাঁরা মনে করেন, যদিও মানুষের ব্যক্তিত্ব সসীমরূপেই অনুভূত হয়, তবুও শঙ্করের মতানুযায়ী এটিকে যদি অবিকলভাবে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে আরোপ না করা হয়, তবে আর তাঁর অসীমত্বে আপত্তি আসে না। তাঁরা শঙ্করের মায়াবাদকে স্বীকার করেন না। কারণ তাঁদের মতে জগৎ সত্য এজন্য যে, জগৎ ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন হয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই ঈশ্বর; উপাসনাদি সৎকর্মের সাহায্যে তাঁর করুণার উদ্রেক করতে পারলেই জীবের মুক্তি। পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ এবং জীবাত্মার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য মিথ্যা নয়। কেননা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মধ্যেই চিৎ এবং অচিৎ- অর্থাৎ চেতনা এবং জড়- উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। চিৎ বৈশিষ্ট্য থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি এবং অচিৎ থেকে জড়জগতের। ব্রহ্ম চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট। জীবাত্মার সঙ্গে জড়দেহের সম্পর্কই বন্ধনের স্বরূপ এবং তার মূলে আছে জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্মজনিত অজ্ঞান। ঈশ্বরের করুণায় জীবাত্মা এই অজ্ঞান কাটিয়ে মুক্তিলাভ করবে।

তবে মধ্বাচার্য কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র বলেই গ্রহণ করেন, উপাদান-কারণ হিসেবে নয়। তাঁদের মতে জীব বাস্তবিকই অণু, কর্তা এবং ঈশ্বরেরই অংশ বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেবযানের পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হন এবং আর মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁরা শঙ্করের মতো জ্ঞানকে উচ্চ বা নিম্ন বলে পার্থক্য করেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের রেকর্ড, বিশ্বব্যাপী 'জওয়ান' এর আয় ৮৮৩ কোটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এখনও বিশ্বব্যাপী চলছে 'জওয়ান' ঝড়। একের পর এক রেকর্ড গড়ে বক্স অফিস তোলপাড় করে চলেছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান'। মুক্তির মাত্র ১৩তম দিনে শাহরুখ খানের ব্লকবাস্টার সিনেমাটি ভারতীয় বক্স ৫০০ কোটি রুপি আয় করে নিয়েছে। এর আগে দ্রুতদম সময়ে ৫০০ কোটির ঘরে পৌঁছনোর রেকর্ডটিও ছিল শাহরুখ খানের।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী ১০ হাজার পর্দায় মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। অ্যাটলি কুমার পরিচালিত এ সিনেমা ভারতীয় বক্স অফিস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এবার 'গদর টু', 'পাঠান', 'বাহুবলি টু' সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিলো সিনেমাটি।

বক্স অফিস বিশ্লেষক তরন আদর্শ টুইটে (এক্স) জানিয়েছে, হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে ৪৫০ কোটি রুপি আয় করেছে 'জওয়ান' সিনেমা। মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) মাত্র ১৩ দিনে 'জওয়ান' হিন্দি ভার্সনে আয় করেছে ৪৫০ কোটি রুপি। এ মাইলফলক স্পর্শ করতে 'গদর টু' সিনেমার ১৭ দিন লেগেছিল, 'পাঠান' সিনেমার লেগেছে ১৮ দিন, 'বাহুবলি টু' (হিন্দি ভার্সন) সিনেমার লেগেছে ২০ দিন।

১৩ দিনে শুধু ভারতে (হিন্দি, তামিল, তেলেগু) 'জওয়ান' আয় করেছে ৫১০.২৪ কোটি রুপি। ভারতে আয়ের ভিত্তিতে বর্তমানে চতুর্থ হিন্দি সিনেমা 'জওয়ান'। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮৮৩ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে।

'জওয়ান' সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও অভিনয় করেছেন সানায়া মালহোত্রা, যোগী বাবু। একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়ন করেছেন প্রিয়ামনি। হিন্দির পাশাপাশি তামিল, তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি।

মাদাম তুসোয় এবার বসছে আল্লুর মোমের মূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছরটা ভালই যাচ্ছে ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুনের। সম্প্রতি প্রথম তেলেগু অভিনেতা হিসেবে ৬৯তম জাতীয় পুরস্কার পেলেন আল্লু। এবার তার সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হতে চলেছে। লন্ডনের বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুসো মিউজিয়ামে এবার বসতে চলেছে তার মোমের মূর্তি। তবে শুধু আল্লু নন, এর আগে বহু বলিউড তারকার মূর্তি রাখা হয়েছে লন্ডনের মাদাম তুসো মিউজিয়ামে। অমিতাভ বচ্চন, সালমান খান, শাহরুখ খান, হৃতিক রোশন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, মাধুরী দীক্ষিত ও ক্যাটরিনা কাইফের মতো অভিনেতাদের মূর্তি রয়েছে এই সংগ্রহে। দক্ষিণী ছবির অভিনেতাদের মধ্যে তিনি তৃতীয় তারকা, যার মূর্তি তৈরি হচ্ছে। এর আগে প্রভাস ও মহেশ বাবুর মূর্তি রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়্যাক্স মিউজিয়াম তিনি। তবে মূর্তির উন্মোচন হতে পারে আগামী বছর।

তারকাদের মোমের মূর্তি তৈরি করে রাখা হয় সেখানে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকাদের মোমের মূর্তি এই মিউজিয়ামে রেখে তাদের সম্মান জানানো হয়। 'পুষ্পা'র গগনচুম্বী সাফল্যের পর এবার তৈরি হচ্ছে আল্লুর মূর্তি। শোনা যাচ্ছে, আগামী দু-একদিনের মধ্যেই লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন অভিনেতা আল্লু অর্জুন। সেখানে মাপ দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন

পরিণীতির বিয়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে, কবে আসছেন প্রিয়াঙ্কা?

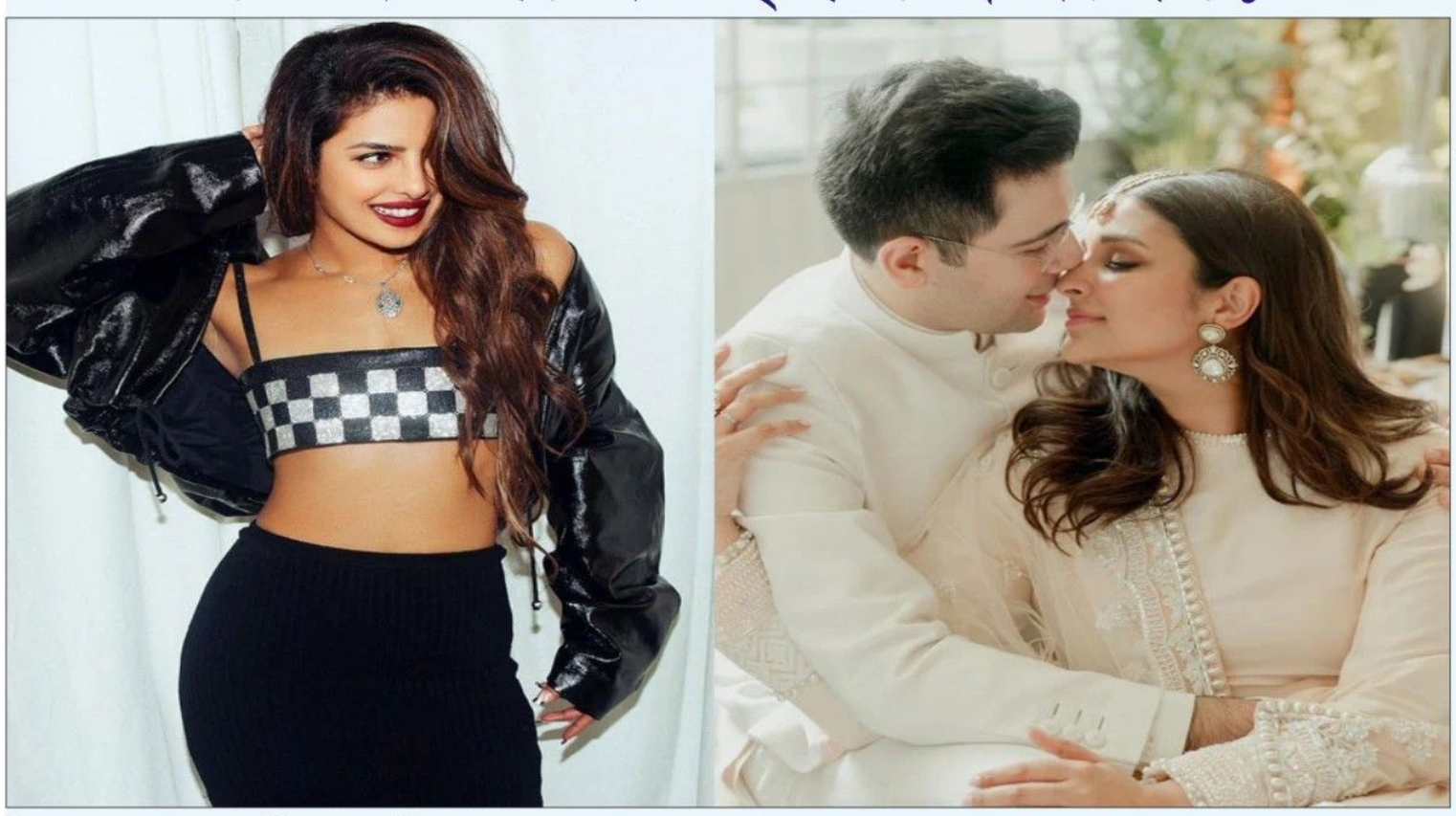

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড ও রাজনীতির মেলবন্ধন হল 'রাঘব চাড্ডা ও পরিণীতি চোপড়ার' বিয়ে। আর মাত্র চার দিন বাকি। রাজস্থানের উদয়পুরে বিলাসবহুল হোটেলে বসতে চলেছে তাদের বিয়ের আসর। ইতোমধ্যেই সেজে উঠেছে রাঘবের দিল্লির বাড়ি। সাজানো হয়েছে পরিণীতির মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাটও। অন্যদিকে উদয়পুরের হোটেলে প্রস্তুতিপর্ব নাকি তুঙ্গে। দেশ-বিদেশ থেকে অতিথিরা আসবেন তাদের বিয়েতে। তবে সকলের নজর যার দিকে তিনি হলেন পরিণীতির বোন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। শোনা যাচ্ছে, আমেরিকা থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর আসছেন তিনি। মেয়ে মালতীকে নিয়ে সোজা উদয়পুরে পৌঁছবেন অভিনেত্রী। তবে স্বামী নিক মনে হয় আসতে পারবেন না শ্যালিকার বিয়েতে।

১৭ সেপ্টেম্বর বাড়িতেই কীর্তন ও অরদাস দিয়ে শুরু হয়েছে রাঘব-পরিণীতির বিয়ের অনুষ্ঠান। মুম্বাই থেকে ইতোমধ্যেই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন অভিনেত্রী। দিল্লি বিমানবন্দরে রাঘবের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল পরিণীতিকে। চিত্রগ্রাহীদের ক্যামেরার সামনে নীল শার্ট পরে ধরা দিয়েছিলেন যুগল। পরিণীতির মাথায় ছিল রাঘবের নামের আদ্যক্ষর 'আর' লেখা একটি টুপি।

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজধানীতে নাকি একটি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছেন তারকা যুগল। 'চোপড়া ভার্সেস চড্ডা'-র ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন বন্ধুবান্ধব-সহ তাদের পরিবারের সদস্যরাও। শোনা যাচ্ছে, একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবি আচার মেনেই হবে বিয়ে। ঘোড়ায় চড়ে না বরং নৌকা করে পরিণীতিকে বিয়ে করতে আসবেন আম আদমির সংসদ সদস্য রাঘব চাড্ডা। বিয়ের মেনুতে থাকছে পাঞ্জাবি খানাপিনার বিরাট আয়োজন।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন স্বস্তিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্ত্রীরোগ জনিত সমস্যার কারণে অস্ত্রোপচারের পর এবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।

বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ আছেন স্বস্তিকা। তবে এখনই কোনো কাজে ফিরছেন না। এই এক মাস পুরোপুরি বিশ্রামে থাকবেন তিনি। তাই এখন কলকাতাতেই রয়েছেন। আগামী নভেম্বরে বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে তার।

জানা যায়, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে একটি সিনেমায় অভিনয় করার খাতিরেই বাংলাদেশে আসবেন তিনি।

স্বস্তিকার পোস্টেই আভাস পাওয়া গিয়েছিল তার শারীরিক অসুস্থতার কথা। তিনি লেখেন, আমার সামনের সপ্তাহে একটা অপারেশন হবে। তাই আজকে রক্ত নেওয়ার জন্য এসেছিলেন বাড়িতে।

তার এই খবরে উদ্বিগ্ন ছিলেন অনুরাগীদের একাংশ। তারা অনেকেই বার বার জানতে চেয়েছিলেন, কী হয়েছে তার। শোনা যাচ্ছে, সবকিছু মিটিয়ে তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ।

বাংলাদেশের সিনেমা ছাড়াও স্বস্তিকার ঝুলিতে রয়েছে অন্য ভাষার বেশ কিছু কাজ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'নিখোঁজ'। যে সিরিজে স্বস্তিকা ছাড়াও রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং

শীর্ষে ম্যানসিটি, রিয়ালের চেয়ে এগিয়ে বার্সা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত মৌসুমে ট্রেবল জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। প্রথমবার ঘরে তুলেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা। নতুন মৌসুমে সিটিজেনরা শক্তি হারায়নি। বরং নতুন ফুটবলার দলে টেনে শক্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদ বেনজেমাকে হারিয়েছে। বার্সেলোনা বড় তারকা কিনতে না পারলে ইলকে গুন্ডোগান, জোয়াও ফেলিক্স ও জোয়াও কেনসেলো দলটির শক্তি বাড়িয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে সংবাদ মাধ্যম গোল নতুন মৌসুম ঘিরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং প্রস্তুত করেছে। যেখানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সম্ভাবনায় শীর্ষে আছে ম্যানসিটি, বায়ার্ন মিউনিখ আছে দুইয়ে। রিয়াল মাদ্রিদকে চারে ঠেলে বার্সেলোনা তিনে জায়গা করে নিয়েছে। আর্সেনাল পাঁচে এবং পিএসজি চলে গেছে নয়ে। ম্যানসিটি: ট্রেবল জিতে ইলকে গুন্ডোগান ম্যানসিটি ছেড়েছেন। তবে পেপ গার্দিওয়ালা ডিফেন্সে জোসকো গার্ডিওলকে এনেছে। তরুণ জেরোমি ডকুতে বাজি ধরেছে। আর্লিং হ্যালন্ড, বেনার্ড সিলভারা তো আছেনই। তবে কেভিন ডি ব্রুইনির ইনজুরিতে পড়া দলটির জন্য একটি ধাক্কা। যদিও সহজ গ্রুপ পর্ব পার হওয়া ম্যানসিটির জন্য কঠিন হবে না। বায়ার্ন মিউনিখ: গত মৌসুমে ম্যানসিটির কাছে শেষ ষোলোয় হেরেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। রক্ষণ ও আক্রমণে শক্তির অভাব যার অন্যতম কারণ ছিল। এবার রক্ষণে কিম মিন জে ও আক্রমণে হ্যারি কেন দলটিকে আবার ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াইয়ে ফেবারিট বানিয়েছে। বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ: গুন্ডোগান বার্সাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফেবারিট মানছেন না। সেই অর্থে লেভানডভস্কি, ফ্রেঙ্কি ডি জং, রাফিনহা, ফেলিক্সদের নিয়ে দলটি আসরের ডার্ক হর্স। রিয়াল মাদ্রিদ পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে যাওয়ার কারণ দলটির ইনজুরি ধাক্কা। থিবো কর্তোয়া ও মিলিতাও ইনজুরিতে। বেনজেমা ক্লাব ছেড়েছেন। তবে জুড বেলিংহ্যাম-রদ্রিগোর জুটিতে রিয়াল এবারও বাজিমাত করতে পারে।

সেরা দশে যারা: গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে আর্সেনাল। চলতি মৌসুমেও ভালো ছন্দে আছে দলটি। সেটাই তাদের পাঁচে জায়গা করে দিয়েছে। ছয়ে আছে গত মৌসুমের রানার্স আপ ইন্টার মিলান। যারা এবারও চমক দিতে পারে। সাতে থাকা অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ের সঙ্গে সুবিচার করতে পারবে কিনা দেখার বিষয় থাকবে। ভিক্টর ওসিমহেন ও কাভারাস্তখেলিয়ার নাপোলি আছে আটে। পিএসজির নয়ে থাকা একটু বেমানান। কিন্তু কঠিন গ্রুপ পর্ব পার হতে পারলে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগোবে তারা। দশে আছে গত মৌসুমে দারুণ ফুটবল খেলা বেনফিকা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১৯ এ: পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে পোর্ত ১১ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড আছে ১২তে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক সময়ের জায়ান্ট এসি মিলান আছেন ১৫তে। দুর্দান্ত ফুটবল খেললেও ইউরোপের পরিবেশ অপরিচিত হওয়ায় নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে রাখা হয়েছে ১৬তে। তাদের চেয়েও তিনধাপ পিছনে ম্যানইউ।

জয় দিয়ে রোনালদোদের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু

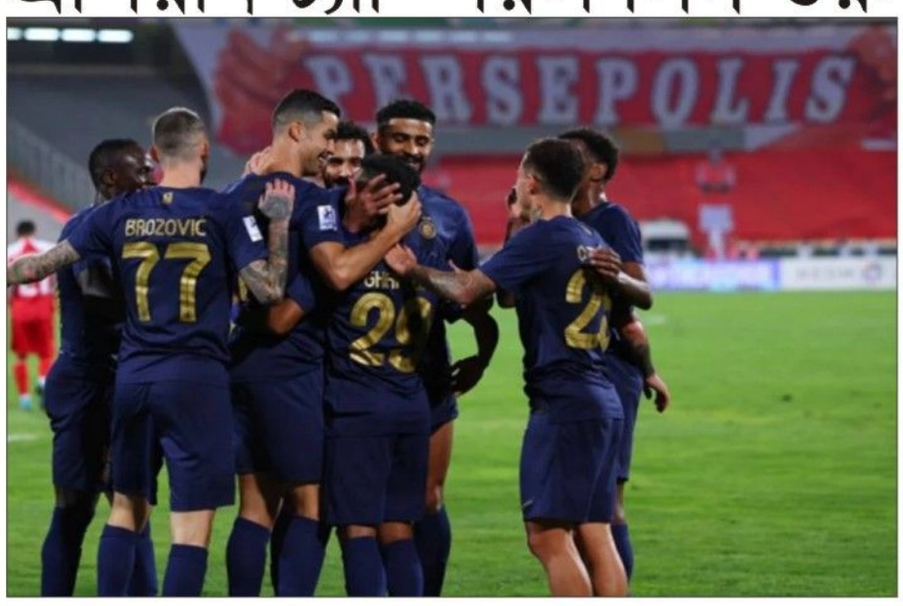

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে আল-নাসরের। প্রথমার্ধে ডেডলক থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদোর আল-নাসর দুটি গোল পেয়েছে। যা পারসেপোলিসের মাটিতে তাদেরই হারানোর স্বাদ দিয়েছে আল-নাসরকে। যদিও দর্শক উন্মাদনা মাঠে দেখার সুযোগ মেলেনি রোনালদো কিংবা প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের। এক ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকায় পারসেপোলিস সমর্থকদের ছাড়াই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর রাতে তেহরানের আজাদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় দুই দল। যেখানে স্বাগতিকরা তো নিজেদের মাঠেও সমর্থক পায়নি, উল্টো বিরতির পর ১০ জনের দলে পরিণত হয় পারসেপোলিস। এর আগে ২০২১ সালে ক্লাবটির সমর্থকদের এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। যা কার্যকর হয়েছে কালকের ম্যাচে।

বিরতির পর মাত্র ৭ মিনিটের মাথায় পর্তুগিজ তারকাকে বুট দিয়ে পা মাড়িয়ে দিয়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পারসেপোলিস মিডফিল্ডার মিলাদ সারলাক। যার পুরো সুবিধা আদায় করে নিয়েছে আল-নাসর। এর আগে প্রথমার্ধে কোনো দলই গোলের দেখা পায়নি।

ম্যাচের ৬৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচকে ডি-বক্সের পেনাল্টি এরিয়ায় আটকে দিলেও বল পেয়ে যান আবদুলরহমান ঘারিব। এরপর তার থেকে পাওয়া বল ক্রোয়েশিয়ান কাটব্যাক শট নিলে পারসেপোলিস ফুটবলারের স্পর্শ লেগে বল জালে জড়ায়। এরপর ৭২তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় আল-নাসর। কোণাকুণি পজিশন থেকে নেওয়া শটে এই গোল করেন মোহাম্মদ কাশেম। যার মাধ্যমে জয় দিয়ে নাসর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুভসূচনা করে।

বার্সেলোনার এক 'রোনালদো' আবিষ্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন রোনালদো খ্যাতি পাওয়ায় রেকর্ড ১২৬ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে পর্তুগিজ তরুণ জোয়াও ফেলিক্সকে কিনেছিল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ। প্রতিভাবান এই তরুণে সাধ্যের বাইরে অর্থ খরচ করেও সেরাটা পায়নি রোজি ব্লাঙ্কোসরা। বাধ্য হয়ে তাকে চেলসির কাছে ধারে ছেড়ে দিয়েছিল অ্যাথলেটিকো। সেখানেও সুবিধা করতে না পারা ফেলিক্সকে দলে ভিড়িয়েছে বার্সেলোনা। কাতালুনিয়ায় এসেই বাজিমাত করেছেন ফেলিক্স। জাভি আর তিকিতাকার ছোঁয়া পেতেই যেন বার্সার জার্সিতে 'নতুন রোনালদো' হিসেবে আর্বিভাব হয়েছে তার। কাতালানদের জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলে ফেলিক্স অন্তত তেমনই আশা দিয়েছেন। লিগ ম্যাচে রিয়ালের বেটিসের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচেই ২৫ মিনিটে গোল করে খাতা খোলেন ফেলিক্স। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন এই লেফট উইঙ্গার। ঘরের মাঠে এন্টিওয়ার্পের বিপক্ষে তার ডাবলে ৫-০ গোলে জিতেছে বার্সা। ফেলিক্স এদিন ম্যাচের ১১ মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন। ৬৬ মিনিটে দলের পঞ্চম ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দলের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছেন রর্বাট লেভানডভস্কি ও পাবলো গাভি।

বিশ্বকাপের আগে দুই 'বিশেষ' সিদ্ধান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অক্টোবর-নভেম্বর জুড়ে চলবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ভারতে এমন সময়ে সেই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে যখন প্রায় প্রতিটি মাঠেই শিশিরের প্রভাব দেখা যাবে। পরে ব্যাট করা দল যাতে বাড়তি সুবিধা না পায়, তার জন্যে পিচ নির্মাতাদের বিশেষ নির্দেশ দিতে চলেছে আইসিসি। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিচে যতটা সম্ভব ঘাস রাখার। এ ছাড়া ন্যুনতম বাউন্ডারির মাপ রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শিশিরের কারণে টসে জেতা দলের সুবিধা হতে পারে। পরে ব্যাট করে শিশিরের প্রভাব কাজে লাগিয়ে জিততে পারে তারা। ২০২১-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তেমনই দেখা গিয়েছিল। ভারতে সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি চাইছে না আইসিসি। তাই পিচে যথাসম্ভব বেশি ঘাস রাখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ভারতের পিচ সাধারণত স্পিন সহায়ক। কিছু দল যাতে এই কারণে অতিরিক্ত সুবিধা না পায়, তাই ভারসাম্য রাখার জন্যেও এই নির্দেশ। এতে প্রথম একাদশে বেশি পেসার রাখার প্রবণতা বাড়বে বলে মনে করছে আইসিসি।

আরও একটি নির্দেশ দিয়েছে আইসিসি। পিচ থেকে বাউন্ডারির দূরত্ব কমপক্ষে ৭০ মিটার হতেই হবে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ন্যুনতম ৬৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ ৮৫ মিটার বাউন্ডারির মান্যতা রয়েছে। কিন্তু ব্যাটে-বলে ভারসাম্য রাখতেই ৭০ মিটারের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাবরের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে

কী বার্তা দিলেন আফ্রিদি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের আগে দারুণ ফর্মে ছিল পাকিস্তান। ভারতের সঙ্গে বাবর আজমের দলকেই ধরা হচ্ছিল আসরের সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট। কিন্তু ভারতের কাছ লজ্জার হারের পর শ্রীলঙ্কার কাছেও হেরে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। আর এর পরেই খবর বের হয়, দ্বন্দ্ব জড়িয়েছেন বাবর আজম-শাহিন আফ্রিদি। এ ঘটনায় বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান শিবিরে অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুললেন পাকিস্তানি পেসার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাবরের সঙ্গে একটা ছবি পোস্ট করেছেন শাহিন আফ্রিদি। তাতে দেখা যাচ্ছে, দু'জনে একটি ঘরে প্রায় মুখোমুখি বসে আছেন। উভয়ের মুখই কিছুটা গম্ভীর। মাঝে আছে একটি দাবার বোর্ড।

বেশ কয়েক চাল খেলাও হয়েছে। দুই ক্রিকেটারের হাতে আছে কফির কাপ। এই ছবির ক্যাপশনে শাহিন শুধু লিখেছেন, 'পরিবার'। সঙ্গে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি।

অনেকের মতে, এই পোস্টের মাধ্যমে আফ্রিদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাবরের সঙ্গে তার কোনো ঝামেলা নেই। তারা সবাই মিলে একটি পরিবার। যে পরিবারে আছে ভালোবাসা। মতবিরোধ হতেই পারে। তাতে সম্পর্ক নষ্ট হয় না।

হলুদ কার্ডে শুরু

নেইমারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আল-হিলালের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে গোলের দেখা না পেলেও দলের জয়ে ভালোই অবদান রেখেছিলেন নেইমার। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে নেইমার ঝলক ছিল অনুপস্থিত। নিজে তো গোল পাননি, দলও পায়নি জয়ের দেখা। উল্টো এই ম্যাচে নেইমারের 'অর্জন' বলতে শুধু হলুদ কার্ড! উজবেকিস্তানের ক্লাব নাভবাহোর নামানগানের খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান পেয়েছেন হলুদ কার্ড। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেইমারকে পেয়ে প্রথম থেকেই আক্রমণ চালায় আল-হিলাল। প্রথম ২০ মিনিটে তিনটি সফল আক্রমণ হলেও ফিনিশিংয়ের অভাবে গোল থেকে বঞ্চিত হয় নেইমারের ক্লাব। এভাবেই চলতে থাকে প্রথমার্ধের খেলা। বারবার ব্যর্থ হয়ে গোলশূন্য থেকে বিরতিতে যায় দুদল। বিরতি থেকে ফিরে ৫২ মিনিটে সফল হয় নাভবাহোর নামানগান। দলের স্ট্রাইকার তোমা তাবাতাদজে ডান পায়ের শট দিয়ে কাঁপিয়ে দেন নেইমারদের জাল। ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে আল-হিলাল। গোলটিতে সহায়তা করেন ফরোয়ার্ড আবরর ইসমাইলভ। গোল হজমের তিন মিনিট পরেই গোলের সুযোগ মিস করে আল হিলাল। নেইমারের ক্রস থেকে বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হন মিডফিল্ডার রুবেন নেভেস। গোলের দেখা না পেয়ে মেজাজ হারাচ্ছিলেন নেইমার। ৬০ মিনিটে ফাউল করে বসেন তিনি। তাতে দেখতে হয় হলুদ কার্ড। এরপরও দর্শকরা মুখিয়ে ছিলেন নেইমারের অভিষেক গোল দেখতে। কিন্তু সেটি আর হয়নি। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে রক্ষা পায় হিলাল। দলটির স্ট্রাইকার মাইকেল ডেলগাডোর ক্রস থেকে হেড করে সমতায় ফেরার গোল করেন ডিফেন্ডার আলী আল-বুলাইহি। তাতে মান বাঁচে আল-হিলালের এবং বড় তারকা নেইমারেরও। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুদল।

মেসি-নেইমারবিহীন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদে যোগ দেওয়ায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দেখা যায়নি। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে খেলার কারণে লিওনেল মেসি ও নেইমার ছিলেন ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ আসরে। কিন্তু নেইমার সৌদি ক্লাব আল হিলাল এবং মেসি যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে যোগ দেওয়ায় এবার দুই তারকাকে দেখা যাবে না চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। এত দিন যাদের ছাড়া কল্পনাও করা যেত না চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, সেই মেসি-নেইমারবিহীন এ প্রতিযোগিতা আজ থেকে মাঠে গড়াচ্ছে। রোনালদো, মেসি, নেইমারের মতো তারকার অনুপস্থিতিতে কিছুটা হলেও জৌলুস হারিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। তার পরও ক্লাব ফুটবলের এই বড় আসরটি হাজির হয়েছে নানা রোমাঞ্চ নিয়ে। ২০ বছর পর এ প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো নিউক্যাসল ক্লাবটি সৌদি মালিকানাধীন। বর্তমান সময়ে সৌদি ফুটবলে যে রং ছড়িয়েছে, তাতে করে এ ক্লাব নিয়ে আগ্রহ থাকবে সবার। আজ প্রথম দিনেই এসি মিলানের মাঠে খেলতে নামবে তারা। একই সঙ্গে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করতে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদে পেপ গার্দিওলার দল খেলবে রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে। এক মৌসুম পর আবারও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরা বার্সেলোনা নিজেদের মাঠ ন্যু ক্যাম্পে আতিথ্য দেবে অ্যান্টওয়ার্পকে। বাংলাদেশ সময় ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১টায়। আর নেইমার-মেসি ক্লাব ছাড়লেও পিএসজির ভরসা হয়ে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফরাসি এ তারকাকে প্রথমেই চ্যালেঞ্জে পড়তে হচ্ছে। পার্ক দ্য প্রিন্সেসে পিএসজি খেলবে জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR